যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে।

[ সুরা বাকারা ২:৩ -২:৪ ] তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত,আর তারাই যথার্থ সফলকাম। [ সুরা বাকারা ২:৫ ]

হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পারবে। [ সুরা বাকারা ২:২১ ]

আর হে নবী (সাঃ), **যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজসমূহ করেছে**, আপনি তাদেরকে এমন বেহেশতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এতো অবিকল সে ফলই যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুতঃ তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে। এবং সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধচারিনী রমণীকূল থাকবে। আর **সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে**। [ সুরা বাকারা ২:২৫ ]

আল্লাহ পাক নিঃসন্দেহে মশা বা তদুর্ধ্ব বস্তু দ্বারা উপমা পেশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। বস্তুতঃ যারা মুমিন তারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে, তাদের পালনকর্তা কর্তৃক উপস্থাপিত এ উপমা সম্পূর্ণ নির্ভূল ও সঠিক। [ সুরা বাকারা [২:২৬ ]

হে মুসলমানগণ, তোমরা কি আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? তাদের মধ্যে একদল ছিল, যারা **আল্লাহর বাণী শ্রবণ করত; অতঃপর বুঝে-শুনে তা পরিবর্তন করে দিত** এবং তারা তা অবগত ছিল। [ সুরা বাকারা ২:৭৫ ]

যখন তারা মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলেঃ আমরা মুসলমান হয়েছি। আর যখন পরস্পরের সাথে নিভৃতে অবস্থান করে, তখন বলে, পালনকর্তা তোমাদের জন্যে যা প্রকাশ করেছেন, তা কি তাদের কাছে বলে দিচ্ছ? তাহলে যে তারা এ নিয়ে পালকর্তার সামনে তোমাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। তোমরা কি তা উপলব্ধি কর না? [ সুরা বাকারা ২:৭৬ ]

তারা কি এতটুকুও জানে না যে, আল্লাহ সেসব বিষয়ও পরিজ্ঞাত যা তারা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে? [ সুরা বাকারা ২:৭৭ ]

তোমাদের কিছু লোক নিরক্ষর। **তারা মিথ্যা আকাঙ্খা ছাড়া আল্লাহর গ্রন্থের কিছুই জানে না।** তাদের কাছে কল্পনা ছাড়া কিছুই নেই। [ সুরা বাকারা ২:৭৮ ]

অতএব তাদের জন্যে আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ-যাত ে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্যে। [ সুরা বাকারা ২:৭৯ ]

তারা বলেঃ আগুন আমাদিগকে কখনও স্পর্শ করবে না; কিন্তু গণাগনতি কয়েকদিন। বলে দিনঃ তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে কোন অঙ্গীকার পেয়েছ যে, আল্লাহ কখনও তার খেলাফ করবেন না-না তোমরা যা জান না, তা আল্লাহর সাথে জুড়ে দিচ্ছ। [ সুরা বাকারা ২:৮০ ]

হাঁ, **যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে এবং সে পাপ তাকে পরিবেষ্টিত করে নিয়েছে, তারাই দোযখের অধিবাসী। তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে।** [ সুরা বাকারা ২:৮১ ]

পক্ষান্তরে **যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী**। *তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে*। [ সুরা বাকারা ২:৮২ ]

যখন আমি বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারও উপাসনা করবে না, পিতা-মাতা, আত্নীয়-স্বজন, এতীম ও দীন-দরিদ্রদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, মানুষকে সৎ কথাবার্তা বলবে, নামায প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত দেবে, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে, তোমরাই অগ্রাহ্যকারী। [ সুরা বাকারা ২:৮৩ ]

যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা **পরস্পর খুনাখুনি করবে না** এবং নিজেদেরকে দেশ থেকে বহিস্কার করবে না, তখন তোমরা তা স্বীকার করেছিলে এবং তোমরা তার সাক্ষ্য দিচ্ছিলে। [ সুরা বাকারা ২:৮৪ ]

অতঃপর তোমরাই পরস্পর **খুনাখুনি করছ** এবং তোমাদেরই একদলকে তাদের **দেশ থেকে বহিস্কার করছ।** তাদের বিরুদ্ধে পাপ ও অন্যায়ের মাধ্যমে আক্রমণ করছ। *আর যদি তারাই কারও বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে আসে, তবে বিনিময় নিয়ে তাদের মুক্ত করছ। অথচ তাদের বহিস্কার করাও তোমাদের জন্য অবৈধ।* তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর? যারা এরূপ করে **পার্থিব জীবনে দূগর্তি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই**। কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন। [ সুরা বাকারা ২:৮৫ ]

এরাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করেছে। অতএব এদের শাস্তি লঘু হবে না এবং এরা সাহায্যও পাবে না। [ সুরা বাকারা ২:৮৬ ]

অবশ্যই আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি। এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রসূল পাঠিয়েছি। আমি মরিয়ম তনয় ঈসাকে সুস্পষ্ট মোজেযা দান করেছি এবং পবিত্র রূহের মাধ্যমে তাকে শক্তিদান করেছি। অতঃপর যখনই কোন রসূল এমন নির্দেশ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে, যা তোমাদের মনে ভাল লাগেনি, তখনই তোমরা অহংকার করেছ। শেষ পর্যন্ত তোমরা একদলকে মিথ্যাবাদী বলেছ এবং একদলকে হত্যা করেছ। [ সুরা বাকারা ২:৮৭ ]

তারা বলে, আমাদের হৃদয় অর্ধাবৃত। এবং তাদের কুফরের কারণে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। ফলে তারা **অল্পই ঈমান আনে**। [ সুরা বাকারা ২:৮৮ ]

যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব এসে পৌঁছাল, **যা সে বিষয়ের সত্যায়ন করে, যা তাদের কাছে রয়েছে এবং তারা পূর্বে করত**। অবশেষে যখন তাদের কাছে পৌঁছল যাকে তারা চিনে রেখেছিল, তখন তারা তা অস্বীকার করে বসল। অতএব, অস্বীকারকারীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। [ সুরা বাকারা ২:৮৯ ]

যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রি করেছে,তা খুবই মন্দ; যেহেতু তারা আল্লাহ যা নযিল করেছেন (কিতাব) তা অস্বীকার করেছে এই হঠকারিতার দরুন যে, **আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ নাযিল করেন।** অতএব, তারা *ক্রোধের উপর ক্রোধ অর্জন* করেছে। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। [ সুরা বাকারা ২:৯০ ]

যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা পাঠিয়েছেন (কিতাব) তা মেনে নাও, তখন তারা বলে, **আমরা মানি যা আমাদের প্রতি অবর্তীণ হয়েছে**। সেটি ছাড়া সবগুলোকে তারা অস্বীকার করে। অথচ এ গ্রন্থটি সত্য এবং সত্যায়ন করে ঐ গ্রন্থের যা তাদের কাছে রয়েছে। বলে দিন, তবে তোমরা ইতিপূর্বে পয়গম্বরদের হত্যা করতে কেন যদি তোমরা বিশ্বাসী ছিলে? [ সুরা বাকারা ২:৯১ ]

সুস্পষ্ট মু'জেযাসহ মূসা তোমাদের কাছে এসেছেন। এরপর তার অনুপস্থিতিতে তোমরা গোবৎস বানিয়েছ। বাস্তবিকই তোমরা **অত্যাচারী**। [ সুরা বাকারা ২:৯২ ]

আর যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিলাম এবং তুর পর্বতকে তোমাদের উপর তুলে ধরলাম যে, শক্ত করে ধর, আমি যা তোমাদের দিয়েছি (কিতাব) আর শোন। তারা বলল, **আমরা শুনেছি আর অমান্য করেছি**। কুফরের কারণে তাদের **অন্তরে গোবৎসপ্রীতি পান করানো হয়েছিল।** বলে দিন, তোমরা বিশ্বাসী হলে, *তোমাদের সে বিশ্বাস মন্দ বিষয়াদি শিক্ষা দেয়।* [ সুরা বাকারা ২:৯৩ ]2:51

বলে দিন, যদি আখেরাতের বাসস্থান আল্লাহর কাছে একমাত্র তোমাদের জন্যই বরাদ্দ হয়ে থাকে-অন্য লোকদের বাদ দিয়ে, তবে **মৃত্যু কামনা কর, যদি সত্যবাদী হয়ে থাক।** [ সুরা বাকারা ২:৯৪ ]

**কস্মিনকালেও তারা মৃত্যু কামনা করবে না ঐসব গোনাহর কারণে**, যা তাদের হাত পাঠিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ গোনাহগারদের সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন। [ সুরা বাকারা ২:৯৫ ]

আপনি তাদেরকে জীবনের প্রতি সবার চাইতে, এমনকি **মুশরিকদের চাইতেও অধিক লোভী দেখবেন।** তাদের প্রত্যেকে কামনা করে, **যেন হাজার বছর আয়ু পায়**। অথচ এরূপ **আয়ু প্রাপ্তি তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না**। আল্লাহ দেখেন যা কিছু তারা করে। [ সুরা বাকারা ২:৯৬ ]

আপনি বলে দিন, যে কেউ **জিবরাঈলের** শত্রু হয়-যেহেতু তিনি **আল্লাহর আদেশে এ কালাম আপনার অন্তরে নাযিল করেছেন, যা সত্যায়নকারী তাদের সম্মুখস্থ কালামের এবং মুমিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা**। [ সুরা বাকারা ২:৯৭ ]

**যে ব্যক্তি আল্লাহ তাঁর ফেরেশতা ও রসূলগণ এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু হয়**, নিশ্চিতই আল্লাহ সেসব কাফেরের শত্রু। [ সুরা বাকারা ২:৯৮ ]

আমি আপনার প্রতি **উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ** অবতীর্ণ করেছি। **অবাধ্যরা ব্যতীত কেউ এগুলো অস্বীকার করে না**। [ সুরা বাকারা ২:৯৯ ]

কি আশ্চর্য, যখন তারা কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়, তখন তাদের একদল তা ছুঁড়ে ফেলে, বরং অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। [ সুরা বাকারা ২:১০০ ]

যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রসূল আগমন করলেন-**যিনি ঐ কিতাবের সত্যায়ন করেন**, যা তাদের কাছে রয়েছে, তখন **আহলে কেতাবদের একদল আল্লাহর গ্রন্থকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করল-যেন তারা জানেই না**। [ সুরা বাকারা ২:১০১ ]

তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্ব কালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফর করেনি; শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং **বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত।** তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফের হয়ো না। অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যদ্দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা আল্লাহর আদেশ ছাড়া তদ্দ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না। যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে। তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। যার **বিনিময়ে তারা আত্নবিক্রয় করেছে,** তা খুবই মন্দ যদি তারা জানত। [ সুরা বাকারা ২:১০২ ]

**যদি তারা ঈমান আনত** এবং খোদাভীরু হত, তবে **আল্লাহর কাছ থেকে উত্তম প্রতিদান পেত।** যদি তারা জানত। [ সুরা বাকারা ২:১০৩ ]

হে মুমিন গণ, তোমরা `রায়িনা' বলো না-`উনযুরনা' বল এবং শুনতে থাক। আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। [ সুরা বাকারা ২:১০৪ ]

**আহলে-কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফের**, তাদের মনঃপুত নয় যে, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ ভাবে স্বীয় অনুগ্রহ দান করেন। আল্লাহ মহান অনুগ্রহদাতা। [ সুরা বাকারা ২:১০৫ ]

***আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি।*** তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমান? [সুরা বাকারা ২:১০৬]

তুমি কি জান না যে, আল্লাহর জন্যই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের আধিপত্য? **আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই**। [ সুরা বাকারা ২:১০৭ ]

ইতিপূর্বে মূসা (আঃ) যেমন জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন**,(মুসলমানগন)তোমরাও কি তোমাদের রসূলকে তেমনি প্রশ্ন করতে চাও?** যে কেউ **ঈমানের পরিবর্তে কুফর গ্রহন করে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।** [সুরা বাকারা ২:১০৮ ]

আহলে কিতাবদের অনেকেই **প্রতিহিংসাবশতঃ** চায় যে, **মুসলমান হওয়ার পর তোমাদেরকে কোন রকমে কাফের বানিয়ে দেয়**। তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর (তারা এটা চায়)। **যাক তোমরা আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত তাদের ক্ষমা কর এবং উপেক্ষা কর**। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। [ সুরা বাকারা ২:১০৯ ]

তোমরা **নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত দাও**। তোমরা **নিজের জন্যে পূর্বে যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে, তা আল্লাহর কাছে পাবে।** তোমরা যা কিছু কর, নিশ্চয় আল্লাহ তা প্রত্যক্ষ করেন। [সুরা বাকারা ২:১১০]

ওরা বলে, ইহুদী অথবা খ্রীস্টান ব্যতীত কেউ জান্নাতে যাবে না। এটা ওদের মনের বাসনা। বলে দিন, **তোমরা সত্যবাদী হলে, প্রমাণ উপস্থিত কর।** [ সুরা বাকারা ২:১১১ ]

হাঁ, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সমর্পন করেছে এবং সে সৎকর্মশীলও বটে তার জন্য তার পালনকর্তার কাছে পুরস্কার বয়েছে। তাদের ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। [ সুরা বাকারা ২:১১২ ]

ইহুদীরা বলে, খ্রীস্টানরা কোন ভিত্তির উপরেই নয় এবং খ্রীস্টানরা বলে, ইহুদীরা কোন ভিত্তির উপরেই নয়। অথচ **ওরা সবাই কিতাব পাঠ করে**! **এমনিভাবে যারা মূর্খ, তারাও ওদের মতই উক্তি করে।** অতএব, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ফয়সালা দেবেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছিল। [ সুরা বাকারা ২:১১৩ ]

যে ব্যাক্তি আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলোকে উজাড় করতে চেষ্টা করে, তার চাইতে বড় যালেম আর কে? এদের পক্ষে মসজিদসমূহে প্রবেশ করা বিধেয় নয়, অবশ্য ভীত-সন্ত্রসত অবস্থায়। **ওদের জন্য ইহকালে লাঞ্ছনা এবং পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে**। [ সুরা বাকারা ২:১১৪ ]

**পূর্ব ও পশ্চিম** আল্লারই। অতএব, **তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান**। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ। [ সুরা বাকারা ২:১১৫ ]

তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি তো এসব কিছু থেকে পবিত্র, বরং নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তার আজ্ঞাধীন। [ সুরা বাকারা ২:১১৬ ]

**তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের উদ্ভাবক**। যখন **তিনি কোন কার্য সম্পাদনের সিন্ধান্ত নেন, তখন সেটিকে একথাই বলেন, `হয়ে যাও' তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়**। [ সুরা বাকারা ২:১১৭ ]

যারা কিছু জানে না, তারা বলে, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে কেন কথা বলেন না? অথবা আমাদের কাছে কোন নিদর্শন কেন আসে না? এমনি ভাবে **তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও তাদেরই অনুরূপ কথা বলেছে**। তাদের অন্তর একই রকম। **নিশ্চয় আমি উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেছি** তাদের জন্যে যারা **প্রত্যয়শীল**। [ সুরা বাকারা ২:১১৮ ]

**নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্যধর্মসহ সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে পাঠিয়েছি।** আপনি দোযখবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না। [ সুরা বাকারা ২:১১৯ ]

**ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন**। বলে দিন, **যে পথ আল্লাহ প্রদর্শন করেন, তাই হল সরল পথ।** যদি আপনি তাদের আকাঙ্খাসমূহের অনুসরণ করেন, ঐ জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে কেউ আল্লাহর কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই। [ সুরা বাকারা ২:১২০ ]

আমি যাদেরকে গ্রন্থ দান করেছি, তারা তা যথাযথভাবে পাঠ করে। **তারাই তৎপ্রতি বিশ্বাস করে**। আর যারা তা **অবিশ্বাস করে, তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত**। [ সুরা বাকারা ২:১২১ ]

হে বনী-ইসরাঈল! আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যা আমি তোমাদের দিয়েছি। **আমি তোমাদেরকে বিশ্বাবাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি**। [ সুরা বাকারা ২:১২২ ]

তোমরা ভয় কর সেদিনকে, যে দিন এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি বিন্দুমাত্র উপকৃত হবে না, কারও কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না, কার ও সুপারিশ ফলপ্রদ হবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্ত ও হবে না। [ সুরা বাকারা ২:১২৩ ]